Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২১ জুলাই, ২০২০

৪৩ বর্ষ ২০ সংখ্যা ২০ জুলাই, ২০২০, সোমবার, ৪ শ্রাবণ, ১৪২৭

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে তাঁতকলগুলি খোলার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৬ জুলাই : মজুরি নিয়ে পূর্বস্থলীর তাঁতকলগুলির অচলাবস্থার অবসান ঘটলো ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে। কালনা মহকুমা শাসক সুমন সৌরভ মহান্তি নিজের দপ্তরে এই বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁত শ্রমিক প্রতিনিধি, কারখানার মালিকদের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সরকারি আধিকারিকবৃন্দ। দীর্ঘ ম্যারাথন আলোচনার পর আগের থেকে একটু মজুরি কমিয়ে দিয়ে কারখানা চালু করবেন মালিকরা। বৃহৎ স্বার্থে শ্রমিকরাও কষ্ট হজম করেও সেই সিদ্ধান্ত আপাতত মেনে নেন। সামনেই পুজো, যদি বাজার একটু ভালো হয়, তখন আবার আলোচনায় বসে মজুরি বাড়ানো হবে। সিআইটিইউ অনুমোদিত পূর্ব বর্ধমান জেলা তাঁত শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক তাপস চ্যাটার্জী এই বৈঠকে ছিলেন। শ্রমিকদের মজুরি কিছুটা কমলেও এই সিদ্ধান্তকে তিনি স্বাগত জানান। কারণ প্রশাসন থেকে বলা হয় শ্রমিকদের যে ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি আছে, তার সমাধান করার চেষ্টা করা হবে। যেমন কোনো শ্রমিকের ঘর না থাকলে তাকে সরকারি আবাসন প্রকল্পে ঘর দেওয়া হবে। কাজের অসুবিধা হলে ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজের ব্যবস্থা ও স্পেশাল ফুড কুপন দেওয়া হবে।

গত ১৯ জুন পূর্বস্থলী-১ ব্লকে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কারখানা মালিকরা শ্রমিকদের পূর্বের ১৬০ টাকা মজুরি মেনে নিয়ে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু স্বাক্ষর করার ১০ দিন পর উৎপাদিত বস্ত্রের বিক্রি নেই অজুহাতে পূর্বস্থলীর তাঁত কারখানাগুলি বন্ধ করে দেন মালিকরা। ফলে নতুন করে বিপাকে পড়ে যান চার হাজার তাঁত শ্রমিক। প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে প্রশাসন থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হবে। সেই কথামতো গত ১০ জুলাই কালনা মহকুমা শাসক দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু মালিকপক্ষ সেই বৈঠকে গরহাজির থাকলে শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। শ্রমিকরা ফিরে গিয়েই পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরতলায় বেলা ৩টে থেকে এসটিকেকে সড়ক অবরোধ শুরু করেন। আজ কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সমস্যার সমাধান। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে সকলের। এদিন কারখানা মালিক পক্ষে নিশীথ ভৌমিক বলেন—আমরাও এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি।

জেলাতে জয়জয়কার মাধ্যমিকের ফলাফলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ জুলাই : করোনা আবহে মাধ্যমিক ফলাফল দেরিতে প্রকাশ হলেও পূর্ব বর্ধমান জেলা এবার রাজ্যে সেরা স্থান করে নিয়েছে। প্রথম স্থান দখল করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির অরিত্র পাল। শুধু তাই নয়, মেধা তালিকায় জেলার এবার দশজন স্থান করে নিয়েছে। জেলার এত জয়জয়কারে করোনার ভীতিতেও মানুষের মুখের হাসি চওড়া হয়েছে। এত জয়জয়কার এর আগে কখনো হয়নি।

মেমারি বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট (ইউনিট-১) স্কুলের ছাত্র অরিত্র পাল ৬৯৪ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। সে নিজে এবং পরিবারই গর্বিত নয়, গর্বিত জেলার মানুষও। মা চন্দনাদেবী প্রাথমিক শিক্ষিকা। বাবা সেনাকর্মী পানাগড়ে থাকেন। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর বাংলা—৯৮, ইংরাজি---৯৯, জীবনবিজ্ঞান—৯৯, ভৌতবিজ্ঞান—৯৮, অঙ্ক—১০০, ইতিহাস—১০০, ভূগোল—১০০। মা-বাবা দুজনেই বলেন, ছেলের নিয়মানুবর্তিতা স্কুলমুখী ছেলেকে এই সাফল্যে পৌঁছেছে। প্রধান শিক্ষক কেশবচন্দ্র ঘোষাল বলেন, অরিত্র স্কুলে আসেনি এমন দিন একদিনও হয়নি। টেস্ট পরীক্ষার পরও নিয়মিত স্কুলে এসেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা সেরেছে। অরিত্র জানায় ভবিষ্যতে রসায়ন অথবা অঙ্ক নিয়ে গবেষণা করতে চায়।

—এরপর চারের পাতায়

রক্ত দিলেন ইংলিশ চ্যানেল জয়ী সায়নী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ জুলাই : রক্তদানের মতো সামাজিক কাজে এগিয়ে এলেন ইংলিশ চ্যানেল জয়ী সাঁতারু সায়নী দাস। কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রয়াত শিক্ষক নেতা নিশীথরঞ্জন কুমারের স্মরণে ১৮তম রক্তদান শিবিরে তিনি রক্ত দেন। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। এদিন দুই মহিলা সহ ১৮ জন শিক্ষক রক্তদান করেন। লকডাউন আবহে এবছর এপ্রিল মাসে হাসপাতালে হাজির হয়ে আরো ১১ জন শিক্ষক রক্তদান করেন।

ফলপ্রকাশের আগেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ জুলাই : ফল প্রকাশের আগের দিনই চিরতরে বিদায় নিল ক্যান্সার আক্রান্ত এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রিয়াঙ্কা মল্লিক। পূর্বস্থলী-১নং পঞ্চায়েত সমিতির নসরৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিংড়া গ্রামের এই পরীক্ষার্থীর বছরখানেক আগে গলায় পাটকাঠি ফুটে যায়। তা থেকেই ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য ওই পরীক্ষার্থীর পাশে দাঁড়ায় ছাত্র সংগঠন এস.এফআই। গত জুন মাসের ৯ তারিখে প্রিয়াঙ্কার বাড়িতে গিয়ে তার হাতে গণসংগ্রহ করা টাকা ও খাবার তুলে দিয়ে আসে তারা। সেই খবর গত 'নতুন চিঠি'-তে প্রকাশিত হয়। সেই খবরে প্রিয়াঙ্কার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানালে কিছু আর্থিক সাহায্যও মেলে।

দিনে দুপুরে ৩০ ভরি সোনা নিয়ে চম্পট বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ১৬ জুলাই দিনেদুপুরে সোনা ডাকাতির কিনারা করতে পারলো না পুলিশ। শুরু হয়েছে সিআইডি তদন্ত। পুলিশসুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় জানান, পেশাদার ডাকাত, আন্তরাজ্য দুষ্কৃতীদের যোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিসি রোডে থানা থেকে ২৫০ মিটার দূরে একটি বেসরকারি স্বর্ণঋণ সংস্থা থেকে ফিল্মি কায়দায় প্রায় ৩০ ভরি সোনা নিয়ে চম্পট দেয় ডাকাতদলটি। সংস্থার প্রাক্তন সিকিউরিটি কর্মী নিজের কাজে এসে বাধা দিতে গেলে গুলি খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি। পেশায় টোটোচালক হীরামন মণ্ডল দুপুরে ঋণের প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কে যায়। গেটেই আটকে দেয় ডাকাতদলটি। একজনকে জাপটে ধরে ফেলে। অন্যজন গুলি চালিয়ে ওকে ফেলে দেয়। তিনিই একমাত্র ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি জানান প্রত্যেকের মুখে মাস্ক এবং হেলমেট থাকায় কাউকে চেনা যায়নি। ৫-৬ জনের দল বাইক নিয়ে এসে প্রথমে সিকিউরিটিকে মেরে শুইয়ে দেয়। ম্যানেজারকে বন্দুক দেখিয়ে সোনার ভল্ট খুলে সোনা বার করে বাইকে চেপে চম্পট দেয়। পুলিশের দাবি পেশাদার বলে সোনার সঙ্গে জিপিএস ট্র্যাকার খুলে জলে ফেলে দেয়। ভুয়ো বাইক নং ব্যবহার করে বারে বারে বাইক বদল করেছে। আগে কয়েকবার রেইকি করে গেছে বলে মনে করছেন সিআইডি দলটি। সংস্থার ম্যানেজার কৌশিক ঘোষ একটি এফ.আই.আর. করেছেন। জেলাজুড়ে নাকা তল্লাসি চলছে।

উচ্চমাধ্যমিকে জেলায় অপেক্ষাকৃত সাফল্য কম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ জুলাই : উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি পরীক্ষার্থীর দুই অথবা তিনটি পেপার পরীক্ষা না দিয়েও ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ফলে মেধা তালিকা না প্রকাশ করে ফলাফল ঘোষণা হওয়ায় পাশের হার বেড়েছে। পাশের হার ৯০.১৩ শতাংশ। গতবার যেখানে ছিল ৮৬.২৯ শতাংশ। করোনা আবহে অপরীক্ষিত পেপারে পরীক্ষিত সর্বোচ্চ নম্বর দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। নিম্নমেধার ছাত্রছাত্রীরা খুশি, কিন্তু মেধাসম্পন্নরা খুশি নয়।

এই জোড়াতালি ফলাফলে দেখা যাচ্ছে জেলার চারজন উপরের দিকে আছে। এর মধ্যে বর্ধমানের তিনজন, কালনাতে একজন। কালনার সাতগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শীর্ষেন্দু সাহা, বর্ধমানের বিদ্যার্থীভবন গার্লস স্কুলের ছাত্রী শরণ্যও ঘোষ ৪৯৭ পেয়ে পূর্ব

বর্ধমান জেলায় এগিয়ে আছে এবং ৪৯৪ নম্বর পেয়ে এগিয়ে আছে মিউনিসিপ্যাল গার্লস স্কুলের ছাত্রী ফারহানা ইয়াসমিন ও বর্ধমান টাউন স্কুলের ছাত্রী নীলাঞ্জনা অধিকারী। এবার রামকৃষ্ণ বোরহাট স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দুটিতেই ভালো রেজাল্ট না হওয়ায় বর্ধমানবাসীরা হতাশ। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে গেল। মাধ্যমিক দ্বিতীয় স্থান পাওয়া

—এরপর চারের পাতায়

৬৭৭ নম্বর পেল গরিব ভ্যানচালকের ছেলে সোমেশ্বর দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৭ জুলাই : মাধ্যমিকে পশ্চিমবাংলার মধ্যে যে মেধা তালিকা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ১৬তম স্থান অধিকার করেছে মেমারি বাগিলা অঞ্চলের শশীনাড়া গ্রামের শশীনাড়া হাই স্কুলের ছাত্র সোমেশ্বর দাস।

বাবা পিন্টু দাস পেশায় ভ্যানচালক ও মা প্রতিমাদেবী গৃহিণী। ছেলের সাফল্যে খুশি দাস পরিবার। ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত মেধাবী সোমেশ্বরকে পড়ালেখায় সব সময় অনুপ্রেরণা যোগাতেন তার মা প্রতিমা দেবী। এজন্য

—এরপর চারের পাতায়

চিন্ময় বেঁচে আছে হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জুড়ে

অমিত বিশ্বাস : ১৫ জুলাই প্রয়াত চিন্ময় ঘোষ-এর অঙ্গদান দিবস। ঠিক এক বছর আগে ওকে হারিয়েছিল ওর পরিবার। চিন্ময় কিন্তু বেঁচে আছে কয়েকজন মানুষের শরীরের মধ্যে। বাঁচিয়ে রেখেছে কয়েকজন নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে। চিন্ময় বেঁচে আছে হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জুড়ে। বুকফাটা দুঃখের মধ্যেও ওর পরিবার পরিজন যে কাজ করেছেন তা অমূল্য। হাজার কোটি টাকা দিলেও সেই ঋণ শোধ করা যাবে না। কিন্তু এমনই সমাজ এমনই আমাদের দেশ, এই কাজকে সঠিক সম্মান জানাতেও পারলাম না। পারলাম না ওর রেখে

যাওয়া সন্তান, স্ত্রী, মা, দাদা, দিদি, বৌদি ভাইপো সহ পরিবারের পাশে থাকতে। মাঝে-মাঝে নিজেদের খুব ছোট মনে হয়। মনে পড়ে তার সেই সদাহাস্য মুখ। কোনো কাজে না বলতে জানত না, অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। ছোট থেকেই ছিল লাজুক প্রকৃতির, কিন্তু বড় হৃদয়ের মানুষ ছিল। মানুষের স্বার্থে সমাজটাকে পরিবর্তন করার বড় ইচ্ছে ছিল তার। প্রথমদিকে একটা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল কিন্তু সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক পরিবারে জন্ম তার। এমন কিছু রোজগার করত না সে, কিন্তু কাজের জায়গায় ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। মৃত্যুঞ্জয়ী সে। আকস্মিক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল তার প্রাণ। কিন্তু তার প্রাণের

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২০

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।
নবীন-প্রবীণের নব সৃষ্টিতে এবারেও সেরা সম্ভারে।
৭ আগস্ট-এর মধ্যে আপনার লেখা পাঠাতে পারেন। সরাসরি অথবা ই-মেলে। তবে হার্ডকপি অবশ্যই পাঠাবেন।
কপি রেখে লেখা পাঠান। প্রবন্ধ বা গল্প যেন ১৮০০ শব্দের বেশি না হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
আমাদের mail id : weeklynatunchithi@gmail.co, dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২০ জুলাই, ২০২০

দায় 'অসহায়' মুখ্যমন্ত্রীর নয় কেন?

করোনাজনিত ক্রমবর্ধমান সংকটে পশ্চিমবঙ্গ কার্যত এখন অসহায়। মৃত্যু যত বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে, চিকিৎসার সুযোগ কমছে তার চেয়েও দ্রুতগতিতে। আক্রান্তরা হাসপাতাল ঘুরে ঘুরেও বেড পাচ্ছেন না, যখন বেড পাচ্ছেন তখন শিয়রে দাঁড়িয়ে গেছে শমন। ফলে বিনা চিকিৎসায় মরতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারি বয়ানে ভুয়ো বেড সংখ্যা, বারবার নস্যাৎ হচ্ছে রোগীদের হাহাকারে। এটা ঠিক যে আমাদের এখানে করোনা আক্রমণে মৃত্যুর হার খুবই কম। কিন্তু অল্প হলেও কিছু রোগীর অবস্থা সঙ্কটজনক হচ্ছে। কার অবস্থা খারাপ হবে অনিশ্চিত। তাই বাড়িতে সময় মেপে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর কী সম্ভব? আর কত জনের বাড়িতে সেই পরিবেশ বা জায়গা আছে? মুখ্যমন্ত্রী এই পর্বে স্বীকার করেছেন সঙ্কট মোকাবিলায় কার্যত তিনিই এখন অসহায়। স্পিড বাড়াচ্ছে করোনা, কমছে সুস্থতার হার। আগামী কয়েকদিনে আক্রান্তের সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যাবে তখন কী হবে? করোনা চিকিৎসার বিধি অনুযায়ী ১৪ থেকে ২১ দিন হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন। বেডের সংখ্যা কম থাকায় সরকার চাইছে তার আগেই রোগীদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। সেটা কী রোগীর পক্ষে এবং সকলের পক্ষে বিপজ্জনক নয়? তাতে রোগ ছড়িয়ে আরও মানুষের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা তীব্রভাবে বেড়ে যাবে। অসহায় মানুষ কোথায় যাবেন? এই অবস্থায় রোগে মৃত্যুর থেকেও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর আশঙ্কা বেশি। মানুষের এই বিপদের দিনে ক্ষমতার সুখ ভোগ করছেন মুখ্যমন্ত্রী, তিনিই আবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। জনগণের টাকায় নিজের মহিমা প্রচার করছেন অহরহ। তাহলে সরকারি ব্যর্থতা ও অপদার্থতার দায় 'অসহায়' মুখ্যমন্ত্রীর নয় কেন?

অক্ষয়কুমার দত্তর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ জুলাই : পূর্ব বর্ধমান জেলা বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে আজ বর্ধমান এবিটিএ হলে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান চেতনার অন্যতম সাধক, নবজাগরণের পথিকৃৎ, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্তর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে। প্রসঙ্গত, ১৫ জুলাই ১৮২০ সালে অক্ষয় দত্ত জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর চুপি গ্রামে। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিটির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সাইদুল হক, এবিপিটিএ ও এবিটিও জেলা সম্পাদক অভিজিৎ ভঞ্জ ও সুদীপ্ত গুপ্ত, সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কমল হাজরা সহ অন্যান্যরা।

কর্মাশোক

দেবেশ ঠাকুর

অশোকদাকে নিয়ে কথা বলতে গেলে কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারি না। বহুমাত্রিক কোনো মানুষকে তার যাপনের নির্দিষ্টতার ভিত্তিতে বিচার করা সহজ কাজ নয়। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট সমবায়ী। পত্রিকা সম্পাদক, প্রকাশক সংগঠক। একনিষ্ঠ রাজনৈতিক সেনাপতি। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

ছাত্রজীবন থেকেই অশোকদাকে চিনি। চিনি কথাটি খুবই নৈর্ব্যক্তিক এবং আপেক্ষিক। চিনি এবং জানির মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যি বলতে গেলে, খুব কাছের মানুষকে কি আমরা জানি!

এদিক দিয়ে খুব স্বচ্ছ মানুষ অশোকদা। তন্নিষ্ঠ পার্টিকর্মী। লিও- সাউ-চি না পড়ে অশোকদাকে পড়তে পারলে অনেক কাজ হয়ে যেত। পার্টি এবং তৎ-সম্পর্কিত কোনো মিটিং মিছিল সমাবেশ আলোচনায় অশোক-দার অনুপস্থিতি বিরল ঘটনা। এদিক দিয়ে মনে হয় একজন শাস্ত্রীয় কমিউনিস্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে যখন সরাসরি পার্টির অভ্যন্তরে আসি অশোকদাকে খুব কাছে পাই। বাবুরবাগ শাখার অভিভাবক ছিলেন। এই এলাকার গঠনশৈলী বহুমাত্রিক। মুসলিম অধ্যুষিত পশ্চিম পাড়া, পূর্ববঙ্গীয় অধ্যুষিত একটি অঞ্চল, বিস্তীর্ণ বস্তি অঞ্চল এবং মধ্য বাবুরবাগ। অশোকদা প্রায় প্রতিটি মানুষকে চিনতেন এবং জানতেন। মানুষজন তাঁকে খুব কাছে পেতেন। সত্যি বলতে কী, খুব কড়া মাপের অভিভাবক ছিলেন না। বস্তুত শাখাটির নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না। প্রায়ই নিরুপম সেন মদন ঘোষকে আসতে হতো ঝামেলা মেটাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তেই মনে হয়েছিল বিপ্লব আর আমাদের মধ্যে দূরত্ব বিঘৎখানেক। কিছু স্থবির তাত্ত্বিকের জন্য সেই কাজটা হয়ে উঠছে না। অশোকদা বোঝানোর চেষ্টা করতেন, কেতাব ও কৃত্যের মধ্যে সঙ্গতি অসঙ্গতি। খুব আপজন মনে হতো মানুষটিকে। গণনাট্য গড়ে উঠলো। অশোকদা গৌরীদি আগে নাটক করেছেন 'অন্বেষা' গ্রুপে। অশোকদার মেয়ের নামে গ্রুপ। মৃদুল সেন স্বপ্না সেন আছেন গণনাট্য টিমে। পরিচালক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। ধীরে ধীরে একটি পরিবার হয়ে উঠলাম। আমার তখন মেস বাড়িতে মেষ-বৎ জীবনযাপন। তখন এই নাট্য পরিবারকে ঘিরে অদ্ভুত ভালোলাগা।

কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন প্রত্যেকে। আমার সংস্কৃতি যাপনে এঁদের কাছে আকণ্ঠ ঋণ।

একদিনের কথা মনে আছে। রবীন্দ্রভবনে নাটক হবে 'দেনা পাওনা'। মৃদুলদার নাট্যরূপ। অমলদার পরিচালনা। অশোকদা একটি ভৃত্যের চরিত্রে আছেন। সবার মেকাপ হয়ে গেছে। তৃতীয় ঘন্টার জন্য অপেক্ষা। সবাই নিশ্চিত, সমবায়ের অতিব্যস্ত চেয়ারম্যান ভৃত্যের চরিত্রের জন্য আসতে পারবেন না। বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত তাগাদা দিচ্ছেন, চেয়ারম্যান আসবেন না।' তোমরা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নাও। নাটক শুরু করতে যাব এমন সময় গাড়িতে অশোকদা হাজির। ঢোলা পাজামা ফৎ ফৎ করতে করতে। সোজা মেকআপ-ম্যানের কাছে হাজির। ড্রেসার-এর কাছে অবশিষ্ট আর ড্রেস ছিল না। একটি রাজবেশ পড়ে ছিল। অশোকদা নির্বিকার। হাতে গড়গড়া। সংলাপ বিশেষ নেই। প্রস্থানের ইচ্ছাও নেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে মঞ্চের আলোয় উপস্থিত থেকে কলকেতে ফুঁ দিয়ে মঞ্চকে ধূমায়িত করে অবশেষে নিষ্ক্রমণ। নাটক যেমনই হোক অশোকদা উৎসাহিত করতেন, চমৎকার হয়েছে। শিল্প-সংস্কৃতিতে অন্যকে স্বীকৃতি দিতে স্বাভাবিক কৃপণতা তাঁর ছিল না। শতফুল বিকশিত হোক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

বসুধৈব কুটুম্বকম্—এই তত্ত্বটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পার্টি কমরেডদের আত্মজন মনে করেছেন। বিশ্বাস তাঁর অন্তরের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। সাতের দশকে প্রবল শারীরিক আঘাত পেয়েছেন। হাড়গোড় সব ভাঙা, কিন্তু বিশ্বাসে অবিচল। মুখে আমাদের কমিউন। বাস্তবে দু-তিনজনের সুখী পরিবার। অশোক-দার বাড়িতে সপরিবার কমল গায়েনের আশ্রয়। আশ্রয়ের সঙ্গে আশ্রিত বলতে হয়। কমল গায়েন আশ্রিত নন। পরিবারের একজন। তোতার অকালমৃত্যুতে খুবই ভেঙে পড়েন অশোকদা। আর কমলদা যেদিন শহিদ হলেন অশোকদার অন্তঃকরণ, বুকের পাঁজর যেন চুরমার হয়ে গিয়েছিল। আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ কমলদার সঙ্গে নৈকট্যের কারণে আমি সুভাষপল্লীর বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি। দক্ষিণ চব্বিশপরগণায় গ্রামের বাড়িতে গেছি একাধিকবার।

তোতা মা-বাবার কাছে সমন্বয়ের বার্তাটি গভীরভাবে অনুশীলন এবং গ্রহণ করেছিল। অত্যন্ত সংবেদনশীল, মিতবাক, সুজন তোতার মৃত্যু আমাদের মতো সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই সময় বর্ধমান শহরের সকল নাট্যদল মিলে 'অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ' নামে একটি যৌথ মঞ্চ গড়ে তুলি। অশোকদা-গৌরীদির সঙ্গে কমলদা এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বেশ কয়েক বছর উৎসব এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। কালের আবর্তে সংস্থাটি গতি হারায়। দু হাজার এগারোর পর অনেক চোরাবালি, বিশ্বাসভঙ্গ, অস্থিরতা বিপন্নতা বয়ে আনে। সপরিবার অশোকদা কিন্তু অবিচল।

সুভাষপল্লীর বাড়ি বিক্রি করে ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে উঠে আসেন সর্বমঙ্গলাপাড়ায়। মাঝে মাঝে গৌরীদির সঙ্গে কথা হয়েছে। অনেক কিছু হারিয়েছেন। বিশ্বাস হারাননি।

অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্যের প্রয়াণের পর ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে দেখতে গিয়েছেন। সমবেদনা জানিয়েছেন পরিবারকে।

অশোকদার চলে যাওয়া এক কালবেলায়। বিশ্ব অবরুদ্ধ। মানুষের চোখে মুখে আশঙ্কা। পিতা তার সন্তানের লাশ সনাক্ত করতে পারে না। সন্তান দেখে তার পিতার লাশ হুক দিয়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে গাড়িতে। অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ। ভাগ্যিস অশোকদার মরণোত্তর দেহ দান করা ছিল!

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

শিক্ষার বেহাল দশা, উচ্চশিক্ষার সুযোগ আছে কী?

হ্যাঁ সবাইকে নম্বর দিয়ে দাও, সবাইকেই ৯৯ শতাংশ। ছাত্ররাও খুশি অভিভাবকও খুশি হবেন।

যাইহোক শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে। শিক্ষাখাতে ব্যয় কমে গেছে। যা হওয়া উচিত তার ১০ শতাংশও হচ্ছে না। কিন্তু নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো খামতি যেন না থাকে। বিশাল অঙ্কের নম্বর পেয়েও সরকারি কলেজে ভর্তি হওয়া দূরঅস্ত ব্যাপার। প্রাইভেট কলেজে যদি সিট কিনতে পারো তাহলেই ছেলে-মেয়ের শিক্ষাপ্রাপ্তি হবে। এনট্রান্স পরীক্ষায় সামান্য সিট। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রের আবেদন। এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার জন্য মাকড়সার জালের মতো কোচিং সেন্টারে ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে দাও। স্কুলের শিক্ষার পরে উচ্চশিক্ষার অবস্থা করুণ। কোনোরকমভাবে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে বা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত সম্পদ বিক্রি করে পড়ানো গেলেও চাকুরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে হতাশা—হতাশাজনিত অবসাদ, অবসাদ থেকে আত্মহত্যা, মৃত্যু—অপরাধ জগতের অমানবীয় হাতছানি ও অমানুষিক হয়ে ওঠা।

অসীম সম্ভাবনাময় ও বিশাল শক্তি সাহস সম্পন্ন এই যুবশক্তিকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় বিপথে চালিতে করছে। এই যুবশক্তিকে হত্যা করার বিচার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোনো আদালতেই হবে না। এন.সি.আর.বি-র একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ২০১৪-২০১৬-র মধ্যে ২৬০০০ ছাত্র-ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। 'দি হিন্দু'-র জানুয়ারি ২০২০-র একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিদিন ২৮টি ছেলে-মেয়ে আত্মহত্যা করছে। লকডাউন ও মহামারিকালীন এই সময়কালে এই পরিসংখ্যান তো আরও ভয়ঙ্কর হবে। সোজা কথায় বলা যায় এই মুনাফাখোর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিক্ষাতন্ত্র পুঁজিপতিদের মুনাফার যন্ত্র রোবটে পরিণত করার ব্যবস্থা মাত্র। যতগুলি রোবট দরকার তাকে বেছে নাও বাকিদের ছুঁড়ে ফেলে দাও তাদের পরিণতির জন্য। এই ভয়ঙ্কর সমস্যার সমাধান এই ব্যবস্থার মধ্যে দেখছেন, তাহলে এটা ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসে গেছে। ভাবার সময় এসেছে এক নতুন ব্যবস্থার কথা ভাবার যে ব্যবস্থা প্রত্যেকটি ছাত্র তার যোগ্যতা অনুসারে তার ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতাকে বিকশিত করার সুযোগ দেয় এবং সে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করতে পারে। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তি যদি এই কাজ করা হয় তাহলে বহু কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে শুধু তাই নয়, আরও আরও মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা বাড়বে।

এমন কোনো ব্যবস্থা আছে যা ৩০ কোটি মানুষকে ১০/১২ ঘন্টা কাজ করিয়ে মুনাফা লুটছে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ বেকারি ও অর্ধবেকারী অনাহার অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছে। এই ৯৯ শতাংশ ১০০ শতাংশের আলোয় এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নগুলি হারিয়ে যাচ্ছে।

বিকাশ কুমার ঝা
সগরভাঙ্গা, দুর্গাপুর-১২

ডেঙ্গুর জন্য দায়ী থাকবে বর্ধমান পুরসভা

বর্ধমান শহরের ২৯ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পুরসভা বার বার সতর্কতা জারি করেছেন জমা জল বাড়িতে রাখবেন না। ডেঙ্গুর হাত থেকে বাঁচার জন্য, সঙ্গে করোনা যোগ মানা জরুরি। কিন্তু যদি পুরসভার ড্রেনের জল বারোমাস জমে থাকে এবং মশার চাষ হয়ে থাকে তবে দায়ভার কার? এ ছবি মিঠাপুকুর ভাঙা মসজিদ পাড়ার বারো মাসের।

এ ছবি ছিল না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পেল্লায় বাড়ি এলাকার মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সমস্ত নিকাশি ব্যবস্থা অবরুদ্ধ করেছে ওই বাড়ি। বেশি বৃষ্টি হলেই এলাকা ভেসে যায়। এতেই নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কাছেই ২৫ বিঘা জলা জমি নিকাশি ব্যবস্থা সমাধান করতো। তার উপর পেল্লায় বাড়ি করে নিকাশি ব্যবস্থা কার্যত অবরুদ্ধ। মিউনিসিপ্যালিটি মাঝে মধ্যে স্প্রে করে দায় এড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বললে বলে ওটা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ, মিউনিসিপ্যালিটি বলে ওটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। চাপান-উতোরের মাঝে পড়ে ডেঙ্গুকে আমাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আপনাদের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙার আশায় রইলাম।

কিশোর মাকর
মিঠাপুকুর ভাঙা মসজিদ পাড়া, রাজবাটি, বর্ধমান

বিজুরে জমি আন্দোলনের শহিদ স্মরণ ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

অনিল মাইতি

শহিদের রক্তে ভেজা বিজুরের মাটি। সেদিন অপরাহ্নবেলায় বিষাক্ত বারুদগন্ধে কলুষিত হয়েছিল বিজুরের আকাশ-বাতাস। গুমরে কেঁদে উঠেছিল মাটি-মা। দিনটা ছিল ২৫ জুলাই ১৯৭০। পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। বিনা প্ররোচনায় শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ টিয়ারগ্যাস চালিয়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে এবং গুলি চালায়। শহিদের মৃত্যুবরণ করেন দুই বীর সেনানী কালো মুর্মু ও মিল্লাল সেখ। আজ ৫১তম শহিদ দিবসে নত মস্তকে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

বিজুরের জমির আন্দোলনের কথা বলতে গেলে এই এলাকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জমি-আন্দোলনের কথা বলতে হয়। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার জোতদার ও জমিদারদের লুকিয়ে রাখা জমি বার করে তা গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি করার নির্দেশ জারি করেন। এই এলাকার সেনপুরে জনৈক জোতদারের প্রায় ২০ বিঘা জমি দখল ও চাষ হয়। জমি দখলের সময় আক্রান্ত হন কৃষক নেতৃত্ব। জোতদার পরে অনেক চক্রান্ত ও হামলা করলেও গরিব মানুষ তা প্রতিহত করে ধান ঘরে তোলেন।

১৯৬৮ সাল। মন্তেশ্বর থানার ধান্যখেড়ুরের হাজরা পরিবারের জনৈক বৃহৎ জোতদারের (প্রাক্তন জমিদার) কয়েক হাজার বিঘা জমি মন্তেশ্বর থানার মাঝেরগ্রাম অঞ্চল ও সংলগ্ন মেমারি থানার বড়পলাশন ও বিজুর অঞ্চলে দখল করে চাষ হয়। জোতদার নানান অপকৌশল নেয়। শেষে প্রতিটি জমিতে ইনজাংশন জারি করে। 'কাস্তের ডগায় ইনজাংশন ভেকেট করে' ২৯ নভেম্বর প্রথম ধান কাটতে নামা হয়। বিরাট পুলিশবাহিনী এসে ৬জন নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করে। ৭ ডিসেম্বর তাঁরা জামিন পান। ৮ ডিসেম্বর আবার ধান কাটতে নামা হয়। পুলিশ গিয়ে কল্যাণপুরের মাঠে গুলি চালায়। শহিদের মৃত্যুবরণ করেন কুড়োরাম পাকড়ে। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে জেলা ও সমগ্র রাজ্যে। মানুষ সাময়িক হতচকিত হলেও আবার তাঁরা ধান কেটে ঘরে তোলেন। এই আন্দোলনে প্রখ্যাত যাত্রা পালাকার ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর 'রক্তে রোয়া ধান' যাত্রাপালাটি কুড়োরাম পাকড়েকে উৎসর্গ করেন।

১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ ১৩ মাসের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। অর্জিত অধিকার রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ পথে নামে। আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সূচনা এখান থেকেই। বিজুরের কুখ্যাত জোতদার ধনু-মনু দত্তর প্রায় ৮০ বিঘা উদ্বৃত্ত জমি দখল হয় ৮ মে ১৯৭০। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন হরিদাস মুখোপাধ্যায়, নীলু ভট্টাচার্য, লামা হেমব্রম ও গোপাল সরেন। জোতদার পুলিশ ক্যাম্প করে। তারা সারা গ্রামে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। নেতৃত্বের বাড়িতেও তারা হামলা করে। ফলে সমস্ত নেতৃত্বকে গ্রামের বাইরে থাকতে হয়। সিপিআই(এম) মেমারি ও মন্তেশ্বর লোকাল কমিটি যৌথ সিদ্ধান্ত করে ২৫ জুলাই প্রতিবাদ মিছিল হবে।

২৫ জুলাই উত্তর দিক থেকে যে মিছিল আসে তা বড়পলাশন অঞ্চল ও মন্তেশ্বর থানার। নেতৃত্বে ছিলেন, অবনী হাজরা, সুনীল হাজরা, অমল কোঙার ও কালাচাঁদ মণ্ডল। দক্ষিণদিকের মিছিল জমায়েত হয় ধুনুইয়ের মোড়ে। কুচুট অঞ্চল ও বিজুর অঞ্চল মিলে। নেতৃত্বে ছিলেন দেবকী ঘোষ, অমিতাভ সিংহরায়, বিনয় চ্যাটার্জী, কার্তিক নন্দী। এঁদের সঙ্গে আমিও। আমরা জমায়েত হবার পর জানতে পারি পুলিশ দুপুরে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। সিদ্ধান্ত হয় মিছিল হবে। আমরা উত্তর দিকের মিছিলের স্লোগানের শব্দ শুনতে পারছি তখন।

উত্তরদিকের মিছিল বিজুর গ্রামে ঢোকার সময় পুলিশ গুলি চালায়। শহিদ হন মিল্লাল সেখ। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন অবনী হাজরা, সুনীল হাজরা, অমল কোঙার এবং মনি বাস্কে নামে এক আদিবাসী মহিলা সহ ৫/৬ জন আদিবাসী নেতৃত্ব। মিল্লাল সেখের মরদেহ তুলে নিয়ে যান নেতৃত্ব। তাঁকে তাঁর গ্রামে সমাধিস্থ করেন। উত্তর দিকে এত ঘটনা ঘটছে আমরা তা জানতে পারিনি। আমাদের মিছিল বিজুর গ্রামে ঢোকার আগে পুলিশ টিয়ারগ্যাসের সেল ফাটায়। মানুষ ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। তখন পাশের মাঠে আখ ও পাট চাষ হতো। তারই আড়াল থেকে পুলিশ গুলি চালায়। বুকে গুলি লাগে কালো মুর্মুর। তখনও তিনি বেঁচে, আমরা ক'জন তাঁকে তুলে আনার চেষ্টা করি। পুলিশ আবার টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়। আমরা মরদেহ ফেলে পালাতে বাধ্য হই। তখন চারিদিকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। আমরা কোনোমতে সাতগেছিয়া বাজারে পৌঁছাই।

পরদিন সকালে বর্ধমান মর্গে যাই দেবকী ঘোষ, বিনয় চ্যাটার্জী, কার্তিক নন্দী ও আমি। যান অরিন্দম কোঙার। সেদিন পোস্টমর্টেম হয়নি। যাই পার্টির জেলা অফিসে (মুবারক বিল্ডিং-এ)। বিনয় চৌধুরীর নির্দেশমতো কলকাতা গিয়ে আমি হরেকৃষ্ণ কোঙারকে বিস্তারিত জানাই। সমস্ত শোনার পর তিনি ৪ আগস্ট প্রতিবাদসভা করার কথা বলেন। বলেন তিনি থাকবেন এবং থাকবেন বিনয় চৌধুরী। উল্লেখ্য ওই সময় বিনয় কোঙার মিথ্যা মামলায় কারান্তরালে।

পরদিন মর্গে যাই আমি ও অরিন্দম কোঙার। পোস্টমর্টেমের পর কালো মুর্মুর মরদেহ নিয়ে আসি সাতগেছিয়ায় জীবন ঠাকুর মোড়ে বিকাল চারটায়। তখন সেখানে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত। মরদেহ নিয়ে মিছিল করে সাতগেছিয়া বাজারে আনার পর তাঁর আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয় মরদেহ। তাঁরা নিয়ে যান অন্ত্যেষ্টির জন্য। ৪ আগস্টের জনসভার কোনো মাইক প্রচার করেত পারিনি। হাতে লেখা পোস্টার ও স্কোয়াড করে সর্বত্র প্রচার হয়। সভার দিন সভামঞ্চ তৈরি করে ফেরার সময় দেখি সিআরপিএফ এসে সমগ্র মাঠ ঘিরে ফেলেছে। মিছিল আটকাবার জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশের ব্যারিকেড। সমস্ত ব্যারিকেড ভেঙে বিকাল ৩টা থেকে মিছিল আসতে শুরু করে। খেলার মাঠ, রাস্তা ও বাজার শুধু মানুষ আর মানুষ। সাংবাদিকদের মতে ৪৫ থেকে ৫০ হাজার মানুষের এক ঐতিহাসিক সমাবেশে হরেকৃষ্ণ কোঙার তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন বিনয় চৌধুরী।

ওই বছরই ১৩ মে (বিজুরে জমি দখলের পরই) শ্রীধরপুরের মাঠে মুন্সিডাঙ্গার কমলাকান্ত ঘোষের ৬৩ বিঘা উদ্বৃত্ত জমি দখল করে চাষ করা হয়। ওই জমির ধান কেটে যাতে ঘরে তোলা যায় তার জন্য গাতগেছিয়া পুজোবাড়িতে কর্মীসভা করে যান হরেকৃষ্ণ কাঙার।

মধ্যরাত্রি থেকে ধান কাটা, বওয়া এবং ঝাড়া একই সঙ্গে চলতে থাকে। ধানকাটা তখন প্রায় শেষ। সকাল বেলায় জোতদার সি.আর.পি. নিয়ে এসে হাজির। মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সি.আর.পি বাহিনীকে ঘিরে ধরে। পার্বতী কিস্কু হুঙ্কার দিয়ে বলেন, তোমাদের গুলি চললে আমাদের তির চলবে। সি.আর.পি টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়। মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পালিয়ে যাবার পরিবর্তে ঘুরে আসে। বাধে খণ্ডযুদ্ধ। অবশেষে সি.আর.পি কমান্ডার তাঁর বাহিনী নিয়ে ধান ঝাড়ার জায়গাগুলি দেখে লিখে দিয়ে যেতে বাধ্য হন "যারা জমি চাষ করেছিল তারাই ধান কেটেছে।" সি.আর.পি চলে যাবার পর বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন মানুষ। প্রায় তিন হাজার মানুষ ধান কাটতে অংশ নেন।

এরপর ৩ নভেম্বর চকবলরাম গ্রামে গুণ্ডা, পুলিশ ও সি.আর.পি তাণ্ডব চালিয়ে ৩০০ ঘর পোড়ায়, ৬ জনকে খুন করে এলাকায় তাণ্ডব চালায় তারা। ফলে নেতৃত্বকে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়।

১৯৭২ থেকে '৭৭। ইতিহাসের এক অন্ধকারময় অধ্যায় পেরিয়ে '৭৭ সালে প্রথম লোকসভা ও পরে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় এবং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বামফ্রন্ট সরকার। জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ঘটেনি বদলা। সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলাদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। '৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন করে গ্রামে মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। নতুন করে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে হাজার হাজার বিঘা জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি, অপারেশন বর্গার মাধ্যমে বর্গা রেকর্ড করে তাদের বর্গার অধিকার নিশ্চিত হয়। গরিব কৃষকদের খাজনা মকুব, গরিব মানুষদের পঞ্চায়েতের ট্যাক্স মুকুব। রাস্তা, পানীয় জল, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি জনমুখী প্রকল্প রূপায়িত হয়। কেন্দ্রের সরকারকে সমর্থনের শর্ত হিসাবে ১০০ দিনের কাজ আদায়। খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন সমর্থন ও তার মজুরি সুনিশ্চিত করা। ফলে কারখানায় শ্রমিক ও অফিস আদালতে কর্মচারীদের আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত হয়। যেকোনো শ্রমিক, কৃষক বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হয়।

২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর মানুষের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছে। খাস জমি কেড়ে নিয়ে পূর্বের মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছে বা নিজেরা ভোগ করছে। মহিলাদের অধিকার ও সম্ভ্রম লুণ্ঠিত। পঞ্চায়েতের টাকা লুট থেকে সারদা-নারদায় কোটি কোটি টাকা লুট। দুর্নীতির পাহাড় জমেছে, জমছে। এর বিরুদ্ধে বিজেপি মুখে বড় বড় কথা বললেও কার্যত তৃণমূলকেই সাহায্য করছে। দুটি দলই গরিব মানুষদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে গরিব মানুষদের ঐক্যকে বিনষ্ট করে জোতদার পুঁজিপতিদেরই সাহায্য করে চলেছে। সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে বিজেপি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ মারাত্মক অবস্থায় দাঁড়িয়ে। এর বিরুদ্ধে একমাত্র বামপন্থীরাই পথে নেমেছে। সর্বত্রই চলছে মিছিল, মিটিং, অবরোধ, সর্বত্রই লাল পতাকার দাপট। মিডিয়া তাদের মেরুদণ্ড শাসক দলের কাছে জমা দিয়েছে। বামপন্থীদের সমস্ত খবরই তারা ব্ল্যাকআউট করে দিয়েছে। তবু লড়াই করছে, লড়াই চলবে। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয় অবশ্যম্ভাবী। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

বিজুর দিবস উপলক্ষ্যে ২৫ জুলাই বিকাল চারটায় সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান বক্তা প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার।
স্থান : বিজুর হাটতলা।

যার এ-কূল ও-কূল দু'কূল গেল তার লাগি

তপোময় ঘোষ

পৃথিবীতে এখন এক কঠিন দুঃসময় চলছে। করোনা ভাইরাস অনেকের জীবন তো কাড়ছেই, তার চেয়ে ঢের বেশি জনের কাড়ছে জীবিকা। আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষ জীবিকা হারিয়ে নিঃস্ব। রোগ সংক্রমণ রোধে হঠাৎ মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে দফায় দফায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ জুড়ে যে তালাবন্দি, তাতে দেশের সব মানুষই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ওইসব দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি বিপন্ন। কৃষিতে সঙ্কটের কারণে যে সব কৃষকসন্তান একটু বাড়তি রোজগারের আশায় গ্রামে তার স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে সুদূর শহরাঞ্চলে গিয়ে একটা কাজ জুটিয়েছিল, তারা তো এই লকডাউনে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল। ছোট্ট সংস্থার মালিকও তো এই হঠাৎ লকডাউনে স্তম্ভিত, বিব্রত। তারও তো কারবার বন্ধ। সুতরাং কর্মীদের বেতন দিতে পারেনি। বাড়িওয়ালা ভাড়ার এবং করোনা আতঙ্কে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। তবুও প্রথম এক দু'দফা তারা খুব কষ্ট করে সেখানেই থেকে গেছিল। তারপর একদিন বাধ্য হয়ে এইসব কাজহারা রোজগারহারা ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে পথে নামতে হয়েছিল। খিদে তেষ্টা, পুলিশের অত্যাচার, দুর্ঘটনায় মৃত্যু, সবকিছু ঘটেছে তাদের

জীবনে।

তারপর আজ বাড়ি পৌঁছেছে। অনেকেই নিজের খেতে বোরো ধান সামলাতে মাঠেও নেমেছিল। কিন্তু সবার তো সে সুযোগ নেই। গ্রামে চাষের কাজে মজুরের সম্পৃক্ততা ঘটে যাওয়ার জন্যই তো তাদেরকে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে হয়েছিল।

ক'বছর পর আজ তো আরও সংকুচিত গ্রামীণ কাজের বাজার। জমি চষা রোওয়া নিড়ানো কাটা সব যন্ত্রেই হচ্ছে। ফলত ফিরে আসা শ্রমিক গ্রামেও কাজহারা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখছি, গ্রামের আমন রোয়ার কাজের পরিমাণ একই আছে কিন্তু এবছর রোয়ার লোক অন্তত দেড়শো জন বেশি। আমাদের গ্রামের শুধুমাত্র রেল-হকার আছে তিরিশ জনের বেশি। ট্রেন না চলায় তারা এখন মাঠে নেমেছে। যে মাঠ রুইতে এক মাস লাগত, তা দশ দিনে ঢাকা পড়ে গেল। কোথায় যাবে এত মানুষ?

এদিকে অর্থনীতিবিদরা সমস্বরে বলছেন, লকডাউনের পর ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাই হবে দিকে দিকে। সুতরাং তার শহরের কাজ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কোনো কোনো দক্ষ কর্মী হয়ত তার কাজ ফিরে পাবেন। কিন্তু অধিকাংশ আর সেই সব কাজ পাবেন না।

যে হাতে সূক্ষ্ম ছেনি দিয়ে জয়পুরের রুপোর কাজ অথবা সরু ছুঁচ সুতো দিয়ে দিল্লিতে এমব্রয়ডারি অথবা করণিক দিয়ে কেরালার নকশাদার বাড়ি নির্মাণ অথবা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে মেশিনারি কাজ করত সে হাতে 'কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায়'। সেভাবে আর পারেও না। ধান কাটতে গিয়ে হাত কেটে যায়!

এদের মধ্যে অনেকেই তো বছরে দুই তিনবার বাড়ি আসত। ফসল বোনা, তোলা ছাড়াও পালা-পার্বণ-উৎসবে এরা ফিরে আসত, যেত। এজন্যই তো কেউ কেউ এদেরকে 'চক্রাকার পরিযায়ী শ্রমিক' বলছেন। এদের মধ্যে যারা নিজেদের পরিবারকেও সঙ্গে নিয়ে সেই প্রবাসে গেছিলেন, তাদের স্ত্রীদের অনেকেই সেখানে নানা রকম কাজে যুক্ত হয়ে কিছু কিছু আয় করতেন। সেখান থেকে চলে আসায় সেই রোজগারও বন্ধ। গ্রামেও তাদের উপযুক্ত কাজ তো নেই-ই, বলতে গেলে কোনো কাজই নেই। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে শহরে থাকার কারণে তাদের জীবনযাপনেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সরল সাদাসিধে গ্রাম্য জীবনের উপকরণ/রসদে তাদের কুলোচ্ছে না। বাড়িতে থাকা অন্য ভাইদের সঙ্গে তাদের এই নিয়ে সংঘাত শুরু হচ্ছে।

এ এক সাংঘাতিক অবস্থা যখন শহর গ্রাম দু'জায়গাতেই তার কোনো স্বাভাবিক অবস্থান নাই। না ঘর কা, না ঘাট কা। গ্রামের সংসারে টাকা পয়সা পাঠানোর ফলে সচ্ছলতা বেড়েছিল। সারা দেশের গ্রামীণ জিডিপি-তে এই অতিথি শ্রমিকের আয়ের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। এখন আর সেটা বলা যাবে না। বলা হচ্ছে 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প' বা 'একশো দিনের কাজ'-এ এদের নিযুক্ত করে অবস্থা সামাল দেওয়া হবে। কিন্তু স্বয়ং মোদিজিই এক সময় একে 'গর্ত খোঁড়ার কাজ' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। সত্যিই তো এই প্রকল্পে সেচ, বাঁধ, গ্রামীণ রাস্তাঘাট, কুয়ো/পুকুর কাটা বা ইদানীং 'আবাস যোজনা'র কাজ করানো হয়। মজুরি এখনও মাত্র ২০২ টাকা, যেখানে দেশের গড় ন্যূনতম মজুরি ৩০০ টাকারও বেশি। আর এই একশো দিনের কাজই বা কোথায় হচ্ছে? আমরা পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। কই বিগত এক দুমাসে এই পরিযায়ীদের জন্য তো কোনো প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ দেখলাম না। অবশ্য আমার পর্যবেক্ষণ সীমিত হতে পারে। অন্যদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন হলে ভালো।

আর শুধু গ্রামীণ গরিবদের কথাই বা ভাবা হবে কেন? শহরে কি গরিব খেটে খাওয়া মানুষ নেই? তাদের জন্য? এম. জি নারেগা তো শুধুমাত্র গ্রামেরই। অথচ সংবাদে প্রকাশ, চলতি লকডাউনে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে ওই শহুরে গরিবরাই। তাদের জন্যেও কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প চাই। সেদিন একটি সংবাদে দেখলাম, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২৩,০০০ পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে এসেছে। আর জেলা প্রশাসন তাদের মধ্যে ৫০০ জনকে দর্জির, ১৬০ জনকে এমব্রয়ডারি এবং ১৬০ জনকে জুয়েলারির কাজের ব্যবস্থা করবে। কোথায় তেইশ হাজার ফিরে-আসা কর্মী আর কোথায় মাত্র দেড় হাজারেরও কমের জন্য ভাবনা। এরা তবুও ভেবেছে, অন্যদের সে খবরও নেই।

অথচ প্রসন্ন বালাচন্দরের মতো আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কের গ্রুপ এগজিকিউটিভরা মনে করেন, এই শ্রমিকদের নিজরাজ্য এদের উপযুক্ত কাজ দিতে পারলে লাভবান হবে। কোনো কোনো শিল্প মালিক স্বল্প শ্রমিক দিয়ে কাজ করানোর মজাই আলাদা বলে টের পেয়ে গেছেন।

এর মধ্যে 'গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান' নামে আরেকটি প্রকল্প সরকার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তাতে এ রাজ্য নেই কেন? এখানে কি কম পরিযায়ী আছেন? এ রাজ্যেও লক্ষ লক্ষ এমন শ্রমিক আছেন। আছে দেশের সাড়ে সাতশো জেলাতেই। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ১১৬টিতে এই প্রকল্প।

এই অবস্থায় প্রায় কুড়ি কোটি এইরকম কর্মীর ভবিষ্যৎ নিয়ে জানতে চাওয়া আমাদের উচিত কিনা তাও অবশ্য সরকার ঠিক করে দেয়নি। আমরা তবুও জানতে চাইছি, কারণ ছেলেগুলো তো আমাদেরই।

হাবিবুর রহমান-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ জুলাই : বর্ধমান শহর-১ নং এরিয়া কমিটির গোদা অঞ্চলের সিপিআই(এম) সদস্য হাবিবুর রহমান (মোহনদা) গত কাল রাত ১২.৩০ মিনিটে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি পৌরসভায় কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৭ সালে তিনি পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। গোদা এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। যেকোনো সমস্যায় মানুষের পাশে থাকতেন। গত কয়েকদিন আগেও মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই এলাকায় সব্জি বিতরণ কর্মসূচিতেও সারাক্ষণ ছিলেন। ২০১১ সালে যখন সরকার পরিবর্তন হয়, সারা রাজ্যের সঙ্গে বর্ধমানেও তৃণমূলের সন্ত্রাস চলছে, এলাকার পার্টি অফিসগুলো খোলা যাচ্ছে না, সেই সময়েও হাবিবুর রহমান গোদা এলাকার পার্টি অফিস প্রতিদিন খুলে রাখতেন। প্রতিদিন অফিসে আসা শুধু নয়, অফিস পরিষ্কার রাখা, গণশক্তি পত্রিকা পড়া এই কাজ তিনি করতেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকার মানুষ গভীরভাবে শোকাহত। মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস সরকার, এরিয়া কমিটির সম্পাদক নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য এরিয়া কমিটির সদস্যরা ও এলাকার মানুষ।

বংশীধর মণ্ডল-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১৭ জুলাই : লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা পশ্চিম এরিয়া কমিটির অন্তর্গত দিগনগর ২/১ শাখা সদস্য কমরেড বংশীধর মণ্ডল (৭০)-এর জীবনাবসান হয়।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে কুমারগঞ্জ বাসভবনে চলে আসেন গুসকরা পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুরেন হেমব্রম, সুশান্ত ঘোষ, গৌতম রায়, গুসকরা পূর্ব এরিয়া কমিটির এরফান শেখ, প্রশান্ত কর্মকার, রাজা মজুমদার সহ সমর্থক, দরদী ও এলাকার শ্রমজীবী মানুষ। মরদেহে রক্তপতাকা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন সিপিআই(এম) নেতৃত্বরা। সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক প্রয়াত মণ্ডলের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।

বংশীধর মণ্ডল পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক ও কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি সিপিআই(এম)-এ আসেন। আউসগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দিগনগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্বও তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি দলের আউসগ্রাম-১ দক্ষিণ লোকাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন।

যুবনেতার স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ জুলাই : স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, স্মরণসভার মধ্য দিয়ে প্রয়াত যুবনেতা বিমল সিংহরায়কে স্মরণ করা হয়। তাঁর নবম প্রয়াণ দিবসে মেদগাছি বাজারে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন—ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি স্বর্ণেন্দু দাস, সুরভি টুডু, হালিম সেখ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুভাষ সরকার। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ১৫ জন যুবতী সহ ৭৩ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেন।

হাজার হাজার মানুষের হৃদয় জুড়ে

—প্রথম পাতার পর

বিনিময়ে বেঁচে গেল কয়েকটা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ। আজ এক বছর হয়ে গেল চিন্ময় আমাদের মধ্যে দৈহিকভাবে নেই। কিন্তু থেকে যাবে আজীবন সমস্ত ভালোবাসার মানুষের হৃদয়ে। জীবনের সেরা দান জীবন দান করে গেল চিন্ময়। তোমার চলে যাওয়ার এক বছরে নতুন করে পৃথিবীটাকে দেখলাম। তোমার চলে যাওয়ার পর কত নতুন অভিজ্ঞতা হল। কত কথা দেওয়া মানুষের ভুলে যাওয়ার কথা, আলোচনা করতে গেলে এত বড় ইতিহাস হয়ে যাবে! থাক সেসব, তুমি থাকবে আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। আশা করব তোমার সন্তান, সে যেন সকলের ভালোবাসায় একজন বড় ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আমরা যেন সেই বড় হয়ে ওঠাতে পাশে দাঁড়াতে ও সঙ্গে থাকতে পারি, কেউ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, অন্তত সেটা দেখতে পারি! শ্রদ্ধা জানাই বয়সে ছোট আমার ভ্রাতৃপ্রতিম চিন্ময়কে। স্যালুট চিন্ময় স্যালুট! স্যালুট তোমার পরিবারকে।

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সরঞ্জাম ও মাস্ক বিলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৩ জুলাই : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্বস্থলী লোকাল কমিটির নিমদহ ইউনিটের উদ্যোগে বেলেরহাট বাজারে প্রায় ১৭৮ জন দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মাস্ক এবং শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই লকডাউন পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় আগ্রহী করে তোলার জন্য এই সামগ্রী তুলে দেন বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবীর দেবনাথ, আশালতা পাত্র প্রমুখ। এই বিতরণী কর্মসূচির আগে ইউজিসি নোটিশের বিরুদ্ধে সভা এবং এই নোটিশ পোড়ানো হয়। প্রতিবাদসভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, নয়ন দাস, অনির্বাণ রায়চৌধুরী, রিকায় কাইস প্রমুখ।

১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ জুলাই : ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কর্মচারী ভবনে। আলোচনার বিষয় ছিল 'উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী মানুষের কর্তব্য'। মুখ্য আলোচক ছিলেন অরিন্দম কোঙার। এই সভায় বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রণব আইচ, প্রাক্তন যুগ্ম আহ্বায়ক শরদিন্দু মিত্র। সভাপতিত্ব করেন বাসুদেব সেনগুপ্ত।

অপেক্ষাকৃত সাফল্য কম

—প্রথম পাতার পর

শীর্ষেন্দুশেখর সাহা এবার উচ্চমাধ্যমিকে সম্ভাব্য প্রথম স্থান দখল করেছে। সে পেয়েছে ৪৯৭। বিষয়ভিত্তিক নম্বর হল— বাংলা-৯৮, ইংরেজি-৯৬, অঙ্ক-১০০, জীবনবিজ্ঞান-৯৯ এবং পদার্থবিজ্ঞান-১০০। কালনার পূর্ব সাতগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ছাত্রটির বাড়ি কালনা থানার পূর্ব সাতগাছিয়ার ঢাকা পাড়ায়। বাবা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টর। মা সীমা সাহা গৃহবধূ। তার স্বপ্ন ডাক্তার হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৬৮৮। এই মেধাবী ছাত্র শীর্ষেন্দুশেখর সাহার বাড়ি কাটোয়া-ব্যান্ডেল রেল লাইনের গুপ্তিপাড়া রেল স্টেশনের সন্নিকট। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বহু রেফারেন্স বইও পড়ত। এমনকি স্থানীয় লাইব্রেরিতেও নিয়মিত যেত। ওর একটা ঝোঁক ছিল বিষয়টি পুরোপুরি না রপ্ত করা পর্যন্ত সাগরে মাণিক খোঁজার মতো হাতড়ে বেড়ানো। ওর সেই হাতড়ে বেড়ানোর উপাদানগুলো হল বই, স্কুলের শিক্ষক এবং টিউটররা। শীর্ষেন্দুর এই সাফল্যে খুশি পূর্ব সাতগাছিয়া তথা কালনার মানুষ।

অন্বেষার স্বপ্ন ডাক্তার, বাধা অর্থাভাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ জুলাই : কালনার প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে অন্বেষা ভট্টাচার্যের ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে সচেষ্ট ছিল পড়াশুনায় ভালো ফল করার। অন্বেষার ঠাকুরদা শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং ঠাকুমা বেলারাণী ভট্টাচার্যের উৎসাহে সেই চেষ্টা সফল হয়েছে। গ্রামের একটি অনামি স্কুলে পড়াশুনা করে অন্বেষা এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশম স্থান অর্জন করেছে। তার অর্জিত নম্বর ৬৮৩। বিষয়ভিত্তিক নম্বর বাংলা—৯৮, ইংরেজি—৯৬, অঙ্ক—১০০, পদার্থবিজ্ঞান—৯৬, জীবন বিজ্ঞান—৯৮, ইতিহাস—৯৭ এবং ভূগোল—৯৮। তার বাড়ি কালনা থানার সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উপলতি গ্রামে। এই গ্রাম থেকে বাস ধরতে হলে অনেকটাই পথ হাঁটতে হয়। তাই সে পাশের গ্রাম ভৈরবনালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি উচ্চ বিদ্যালয়ে বাড়ি থেকে হেঁটেই পড়াশুনা করতো। বাবা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য একজন গ্রামীণ গৃহশিক্ষক, সাথে পৈতৃক কিছু কৃষি জমি চাষ করেন। তাতেই চলে যায় তাঁদের সংসার। অন্বেষাকে ভালো জায়গায় ভর্তি করে তার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নকে পূরণ করার মতো ক্ষমতা রামকৃষ্ণবাবুর নেই। তাই এই অবস্থায় অন্বেষার স্বপ্নপূরণে চাই কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থার আর্থিক সাহায্য। কেউ সাহায্য করলে যোগাযোগের মোবাইল নম্বর : ৯৩৮২১৮১৩০১

অরণ্য সপ্তাহে গাছের চারা বিতরণ

সংবাদদাতা : ১৪-২০ জুলাই ছিল অরণ্য সপ্তাহ। পালিত হয়েছে জেলা জুড়ে। রসুলপুরের বৈদ্যডাঙ্গা জয়যাত্রী সংঘের উদ্যোগে চারাগাছ বিতরণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল ১৫ জুলাই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ডিরেক্টর অনন্ত ঘোষ, পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম কৈবর্ত্য প্রমুখ।

জয়জয়কার মাধ্যমিকের ফলাফলে

—প্রথম পাতার পর

যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কাটোয়ার কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের ছাত্র অভীক দাস এবং বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুলের ছাত্র স্বস্তিক সরকার। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩। ৬৮৮ পেয়ে পঞ্চম এবং ৬৮৭ পেয়ে ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজের ছাত্র। ৬৮৬ পেয়ে ৭ম স্থানে রয়েছে সি.এম.এস স্কুলের সৌভিক সরকার। কাটোয়া দুর্গাদাসী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী উর্জসী মণ্ডল ৬৮৪ নম্বর পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে। ডিভিসি গার্লস স্কুলের শ্রীপর্ণা খাসপুরি ৬৮৩, কালনার ভৈরববালা বিদ্যালয়ের অন্বেষণা ভট্টাচার্য, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের দেবায়ত ঘোষ এবং ভাতাড়ের বনপাশ শিক্ষানিকেতনের ছাত্র শেখ পারভেজ দশম স্থানে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও জেলা স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যায়, এবার জেলাতে পাশের হার ৮৪.৬১ শতাংশ। এবার জেলায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী ১৯,৯৬০ জনের মধ্যে ছাত্র পাশ করেছে ৯০.১৪ শতাংশ এবং ছাত্রী পাশ করেছে ৮৪.২৯ শতাংশ—২৬,১৯৮ জনের মধ্যে।

এবার ফলাফল দেখে শিক্ষাবিদরা জানান, স্কুলমুখী ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল ভালো। যাঁরা ভাবছেন স্কুল না গিয়ে টিউশনি পড়লেই ভালো ফল করা যাবে সেই সমস্ত অভিভাবকদের ভাবার সময় এসেছে। শিক্ষামহলের একাংশের দাবি পিছিয়েপড়া ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নজরদারি কম। আবার এটাও লক্ষ করা যাচ্ছে ছাত্রীদের মধ্যে পড়ার ঝোঁক বেড়েছে ঠিকই কিন্তু পাশের হার তেমন বাড়ছে না। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় মনে করেন "মধ্যমেধা এবং নিম্নমেধা পড়ুয়াদের আরও স্কুলমুখী করার দায়িত্ব নিতে হবে"।

পর্ষদসূত্রে জানানো হয়েছে স্কুল থেকে মার্কশিট মিলবে ২২ ও ২৩ জুলাই। অভিভাবকদের হাতে মার্কশিট দিতে হবে। নিজের স্কুলে ভর্তি হওয়া যাবে ১-১০ আগস্ট। অন্য স্কুলে ভর্তি হলে ১১-৩১ আগস্ট। সমস্তটাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে রাজ্য সরকার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। যাতে কোনো সময় জমায়েত না বাড়ে।

ভ্যানচালকের ছেলে সোমেশ্বর দাস

—প্রথম পাতার পর

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সোমেশ্বরের পড়ালেখায় ছেদ পড়েনি। ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত ও ভালো হওয়ায় স্কুল শিক্ষকরা তাকে সহযোগিতা করেছেন। এরপর তার ইচ্ছা অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করা। সোমেশ্বর দাসের এই সাফল্যের পিছনে অবদান মা-বাবা ছাড়াও শশীনাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ চ্যাটার্জী, শিক্ষক কুনাল দাস, প্রীতেষ গনত্রা, রাজীব মুখার্জী প্রমুখের।

বামপন্থী সংগঠনের পক্ষ থেকে দরিদ্র পরিবারের ছেলে সোমেশ্বর দাসকে সংবর্ধনা জানাতে যান সিপিআই(এম)-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার, অমিতাভ চৌধুরী, সামিম সেখ, প্রফুল্ল কর্মকার, বাপি মণ্ডল এবং এস.এফ.আই-এর পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদক অনির্বাণ চৌধুরী, সভাপতি বিশ্বরূপ হাজরা প্রমুখ।

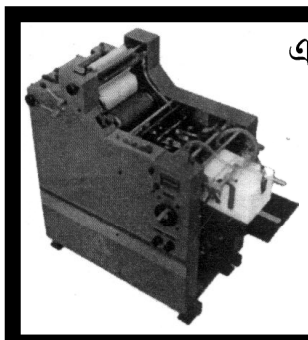

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা